শৈলকুপায় বালি-শ্রমিকদের মাঝে কম্বল বিতরণ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভার কবিরপুর এলাকায় কর্মরত শীতার্ত বালি-শ্রমিকদের মাঝে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় কম্বল বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিলুফা ইয়াসমিন, ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালু।

বালি-শ্রমিক ইদ্রিস শেখ জানান, দীর্ঘ ১২ বছর যাবত তারা এ এলাকায় অবস্থান করে আসছেন।

এই প্রথম কোন নির্বাহী কর্মকর্তা তাদের কে প্রধানমন্ত্রীর এ উপহার তুলে দিলেন। উন্নত মানের কম্বল পেয়ে সকল শ্রমিকের মুখে হাসির ঝিলিক লক্ষ্য করা গেছে।

যৌতুক না দেয়ায় শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্ত্রীকে পেটালেন হুজুর

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক হুজুরকে যৌতুকবাবদ গাড়ি কিনে না দেওয়ায় স্ত্রী, শ্বশুর ও শাশুড়িকে পিটিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার।

জানা যায়, শৈলকুপার হাকিমপুর গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে মওলানা মাহফুজুর রহমান হাকিমপুরী ২য় বিয়ে করেন শান্তিডাংগা গ্রামের আজিজুর রহমানের কন্যা হাফেজা ফাতেমা তাসলিমকে। সে শেখপাড়া বাস স্ট্যান্ড জামে মসজিদের ইমাম। সে ইমামতি পেশার সাথে বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজ নসিয়ত করে বেড়ায়।

যার জন্য গাড়ি কেনার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় শ্বশুরের কাছে ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে, শ্বশুর আজিবর রহমান এই টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রী, শ্বশুর ও শাশুড়িকে বেধড়ক পেটান।

বর্তমানে তারা শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়ে আছেন। শ্বশুর আজিবর রহমান বলেন, সে প্রায়ই আমার কাছে গাড়ি কেনাবাবদ ২০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবী করে আসছিল। কিন্তু আমি গরীব মানুষ হওয়ায় টাকা দিতে পারিনি।

এত টাকা আমি কোথায় পাবো। মওলানা মাহফুজুর রহমান বলেন, রাগের মাথায় আমি মারপিট করেছি, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দেন। এব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, অভিযোগ পেয়েছি, বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উল্লেখ্য তার ১ম স্ত্রীর সাথে যৌতুকের কারণে কোর্টে মামলা চলছে।

শৈলকুপায় ধর্ষণ চেষ্টার মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন-বিক্ষোভ

জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষ কে ফাঁসাতে ৪বছরের শিশু কে জড়িয়ে মিথ্যা ধর্ষণ প্রচেষ্টার মামলা দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে গ্রামবাসী। শত শত নারী-পুরুষ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে হরিহরা গ্রামের রাস্তায় এ বিক্ষোভ ও মানববন্ধন হয়। ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা হরিহরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষণ প্রচেষ্টার অভিযোগ আনা বিবাহিত যুবক নয়ন মন্ডল(২৪) ও শিশুটি সম্পর্কে মামাতো-ফুফাত ভাই-বোন ।

হরিহরা গ্রামে মানবন্ধনে অংশ নেয়া ছালেহা খাতুন, আন্না বেগম, মামুদ আলী, আব্দুল মামুন সহ কয়েকজন জানান, শিশু কে জড়িয়ে এমন মিথ্যা তারা মেনে নিতে পারছে না। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়া হয়েছে তারা আপন আত্মীয়। বাড়ির জমা-জমি নিয়ে বিরোধে বিবাহিত এক যুবক কে ফাঁসানো হয়েছে। তারা মানববন্ধনে দাঁড়িয়ে ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত দাবি করেন । মানববন্ধন ও বিক্ষোভ থেকে আরো বলা হয়েছে, সুস্থ্য শিশুটির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার স্বপক্ষে

কোন প্রমাণ নেই। মিথ্যা স্বাক্ষী সাজানো হয়েছে। ঘটনার কয়েকদিনেও শিশুটিকে হাসপাতালে নেয়া হয়নি। শিশুটিকে ঝিনাইদহ হাসপাতালে নেয়া না হলেও মামলায় মিথ্যা তথ্য দেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১০ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পরে হরিহরা গ্রামের কয়েম মন্ডলের স্ত্রী বেলী খাতুন অভিযোগ করেন, তার ৪ বছরের শিশু কে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। পাশের বাড়িতে বসবাসকারী রাশেদ মন্ডলের ছেলে নয়ন মন্ডল শিশুটিকে তার বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। অবশ্য এ অভিযোগ প্রথম থেকে অস্বীকার করে আসছে রাশেদ মন্ডলে পরিবার । তাদের দাবি আপন আত্মীয় হওয়ায় শিশুটি সব সময় কোলেপিঠে করে তারা আদরযত্ন করে কিন্তু বাড়ির জমাজমি নিয়ে দীর্ঘ বিরোধে ফাঁসাতে এমন অভিযোগ আনা হয়েছে।

এ ঘটনায় শিশুটির মা বেলী খাতুন থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে ধর্ষণ প্রচেষ্টার মামলা করে নয়ন মন্ডলের বিরুদ্ধে । পুলিশ মামলা গ্রহণ করে নয়ন মন্ডল কে গ্রেফতার করেছে ।

পুলিশ জানিয়েছে শিশু ধর্ষণ প্রচেষ্টার অভিযোগের প্রেক্ষিতে মামলা নেয়া হয়েছে, অভিযুক্ত যুবক গ্রেফতার হয়েছে, বিস্তারিত তদন্তের পর আরো বিস্তারিত জানা যাবে।

প্রতিপক্ষের হামলায় দু’জনের মৃত্যু আহত ১২

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু-দল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় সুফিয়া খাতুন (৬০) নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছে। ঘটনাটি গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার ৬নং সারুটিয়া ইউনিয়নরে ভাটবাড়িয়া গ্রামে। নিহত বৃদ্ধা ভাটবাড়িয়া গ্রামের জালাল উদ্দিনের স্ত্রী। এ সময় আরো ৫ জন আহত হয় বলে জানা যায়। ঘটনা সাথে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ৩ ব্যক্তিকে আটক করেছে। সংঘর্ষকারীরা স্থানীয় আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থক বলে জানান গ্রামবাসীরা।

স্থানীয়রা জানান, ৬◌ং সারুটিয়া ইউনিয়নে দীর্ঘদিন যাবত বর্তমান

ইউপি চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মামুন ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জুলফিকার কায়সার টিপুর মধ্যে বিরোধ চলে আসছে।

এ বিরোধের জের ধরে গ্রামে টিপু সমর্থক আজিবর মেম্বর ও মামুন সমর্থক আফজাল বিশ্বাসের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এ উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে মামুন গ্রুপের সমর্থকরা গতকাল সোমবার ভোরে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের বাড়ীতে হামলা চালায়। এ সময় প্রতিপক্ষের হামলায় জালাল উদ্দিনের স্ত্রী সুফিয়া খাতুন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হন আরো ৫ ব্যক্তি।

ঝিনাইদহ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, ৬নং সারুটিয়া ইউনিয়নের ভাটবাড়িয়া গ্রামে প্রতিপক্ষের হামলায় সুফিয়া খাতুন নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় ৩ ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও হত্যা পরবর্তী আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

অপর দিকে, গত বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিপক্ষের হামলার শিকার সারুটিয়া ইউনিয়নের বৃত্তিপাড়া গ্রামে হামলার শিকার হয়ে মকলেছুর রহমান ওরফে পাইলট (৫০) নামে আরো এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তি বৃত্তিপাড়া গ্রামের মৃত আনসার খন্দকারের ছেলে। গতকাল সোমবার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সকালে সারুটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী জুলফিকার কাইসার টিপুর কর্মী সমর্থকরা বর্তমান চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান মামুনের কর্মীদের বাড়ীতে হামলা চালায়। হামলায় ১৫টি বাড়িঘর ভাংচুর ও ৭ জন আহত হয়। আহতদের শৈলকুপা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে গুরুত্বর আহত মকলেছুর রহমান ওরফে পাইলটকে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার দুপুরে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

সারুটিয়া ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান মামুন জানায়, প্রতিপক্ষ জুলাফিকার কাইসার টিপুর নেতৃত্বে তার লোকজন গত বৃহস্পতিবার সকালে ব্রক্ষ্মপুর, পুরাতন বাখরবা ও বৃত্তিপাড়া গ্রামে হামলা চালায়। হামলায় প্রতিপক্ষরা তার সমর্থকদের ১৫টি বাড়ি ও দোকান এবং মোটসাইকেল ভাংচুর করে। এছাড়াও হামলাকারীরা লুটতরাজ চালায়। হামলাকারীরা মহিলাসহ ৭ জনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করে।

আহতদের মধ্যে মকলেছুর রহমান ওরফে পাইলটের অবস্থায় আংশকাজনক হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়। সোমবার দুপুরে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন বলে জানা গেছে। মৃত ব্যক্তি বর্তমান চেয়ারম্যান একনিষ্ট কর্মী ছিলেন বলে তিনি দাবী করেন।

তিনি আরো জানান, বৃহস্পতিবারের অতর্কিত হামলার ঘটনায় ৩০ জনকে আসামী করে শৈলকুপা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিলো।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম জানায়, আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। লুটপাট ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বৃত্তিপাড়া এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শৈলকুপায় সাপের কামড়ে অন্ত:স্বত্তা নারী মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দোহারো গ্রামে সাপের কামড়ে শরিফা খাতুন (২২) নামের অন্ত:স্বত্তা এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। শরিফা খাতুন দোহারো গ্রামের রাশিদুল ইসলামের স্ত্রী।

শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম জানান, রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল ৭ মাসের অন্ত:স্বত্তা শরিফা খাতুন।

রাত ৩ টার দিকে বিষাক্ত সাপ তাকে কামড় দেয়। সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। শরিফা খাতুনের ৩ বছরে এক ছেলে সন্তান রয়েছে।

শৈলকুপয় শিক্ষক ফজলুর রহমান কিভাবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হলেন, জনমনে প্রশ্ন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল ট্রেডের শিক্ষক মোহাম্মদ ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। তিনি ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সম্পূর্ণ নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে কর্তৃপক্ষকে মেনেজ করে ট্রেড পাল্টিয়ে সাধারণ শাখায় সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে কিভাবে নিয়োগ পেয়েছেন তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বর্তমানে তিনি অত্র বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি ১৯৯৮ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে ট্রেড শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে যোগদান করেন। ২০১৩ সাল পর্যন্ত তিনি একই পদে বহাল ছিলেন। তিনি ট্রেড পাল্টিয়ে ২০১৪ সালে সাধারণ শাখায় সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর পর থেকে তিনি অনিয়ম দুর্নীতিতে মেতে ওঠেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নামাজ ঘরের টিনের চাল বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়াও তিনি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ তালাবদ্ধ করে নিজের আয়ত্বে রেখেছেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, তিনি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা হতে ১৯৯২ সালে দাখিল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যশোর হতে ১৯৯৪ সালে মানবিক শাখা হতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। এছাড়াও তিনি ১৯৯৬ সালে বিএ ও ২০১০ সালে দ্বিতীয় বিভাগে বিএড পাশ করেন।

অভিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ফজলুর রহমান এই প্রতিবেদককে বলেন, আমার সব সনদপত্র আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র আলমারিতে রাখা ছিল। এরই মাঝে প্রতিষ্ঠানে একটু ঝামেলা হওয়ার কারণে সেগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভোকেশনাল ট্রেড থেকে সাধারণ শাখায় নিয়োগ পেয়েছি। অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি ঠিক নয়।

এ ঘটনায় বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তৈয়বুর রহমান খান বলেন, আমি সভাপতি হওয়ার পর আমার জানা মতে প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার অনিয়ম করা হয়নি। তবে প্রষ্ঠিানের প্রধান শিক্ষক নিয়ে একটু সমস্যা ছিল। সে কারণে ফজলুর রহমানের কিছু কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এ বিষয়টি অবগত আছি। চেষ্টা চলছে দ্রুত ওই সকল কাগজপত্র উদ্ধারের জন্য।

এ বিষয়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সভাপতি কাজী আশরাফুল আজম বলেন আমি দায়িত্ব থাকা অবস্থায় ফজলুর রহমান ট্রেড শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পায়। কিন্তু আমার জানা মতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার সাধারণ শাখায় নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ নেই। তবে কিভাবে নিয়োগ পেয়েছেন তা আমার জানা নেই। ঠিক তদন্ত হলে এর মূল রহস্য বেরিয়ে আসবে।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শামীম আহমেদ বলেন, ঘটনাটি আমার জানা ছিল না। খোঁজ খবর নিয়ে বিষয়টি দেখবো। যদি দোষি প্রমাণিত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি থাকে এবং শিক্ষা নীতিমালার আওতায় পড়ে তাহলে তিনি ট্রেড পাল্টিয়ে সাধারণ শাখায় আসতে পারেন। অন্যথায় কোন সুযোগ নেই।